ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩১ ● কলকাতা ● ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৬ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:-২৪ দিন পরে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

গত ২২ এপ্রিল থেকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে এই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজ্যপাল বোস। মেডিক্যাল বুলেটিনে চিকিৎসকরা সকালেই জানিয়েছিলেন, আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মমতার বিশাল ঘোষণা - ২৩ জেলা পেতে চলেছে ২৩টি 'শপিংমল'

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

দেশজুড়ে ক্ষুদ্র শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ যে শীর্ষে রয়েছে তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই মুহূর্তে দেশে ক্ষুদ্র শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ পহেলা নম্বর । এই মুহূর্তে রাজ্যের ৯০ লক্ষ ইউনিটে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ কাজ করে । রাজ্যের ৬৬০ খানা ক্লাস্টার আগেই ছিল । এখনও অনেকেই জমি চাইছেন । বাংলায় বিনিয়োগের জন্য প্রচুর চাহিদা তৈরি হয়েছে । আমরা যতটা পারছি প্রসেস করে জমি দেখে ক্রস চেক করে সময় নিয়ে সব জায়গা থেকে ক্লিয়ারেন্স করে তারপর অনুমোদন দিচ্ছি ।" ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনের জন্যও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য । রাজ্যের ২৩টি জেলায় ২৩টি শপিং মল বা বড় মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমরা বলেছিলাম সেল্ফ হেল্প গ্রুপের নিজের কাজ বিক্রি করার জন্য আমরা ২৩টা জেলায় ২৩টি শপিং মল তৈরি করব । সরকার এক একর

এরপর ৩ পাতায়

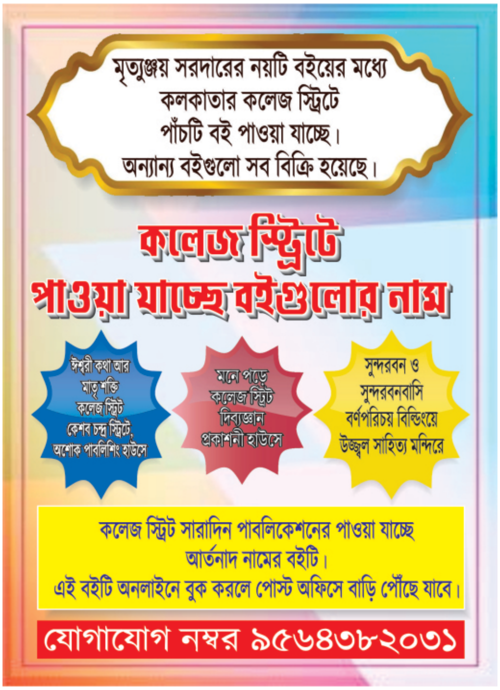

৪৮ ঘণ্টায় কালবৈশাখীর দাপট, লন্ডভন্ড হবে দক্ষিণের পাঁচ জেলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কখনও কাঠফাটা রোদ কখনও আবার ভ্যাপসা গরম! দুইয়ের জ্বালায় জর্জ্জরিত বঙ্গবাসী। এর মাঝেই জ্বালা জুড়োচ্ছে কালবৈশাখী। ক্ষণস্থায়ী স্বস্তির আশায় হাপিত্যেস করছে বাংলার মানুষ। তাঁদের জন্য সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বলছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পাঁচ জেলায় ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী।উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি চলবে সব জেলাতেই। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপরের পাঁচ জেলায়। তবে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না।

হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত দিনের পাঁচদিন আগেই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঢুকে পড়েছে বর্ষা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ আন্দামানসাগর এবং উত্তর আন্দামান সাগরের কিছু অংশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু মধ্য বঙ্গোপসাগর ,আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও ঢুকে পড়বে।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, বীরভূম, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে কালবৈশাখী বইতে পারে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়। বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি চার জেলাতে-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। শুক্রবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি থাকবে দুই জেলাতে-নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলায়। শনি ও রবিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সোমবারের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে।

বন্দিদশার দিনলিপির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শোনালেন বিএসএফ জওয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিল্লি: পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার একদিন পর বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ ভুলবশত আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে পৌঁছে যান। ২০ দিন পর ২১ দিনের মাথায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতদিন বন্দি থাকা পূর্ণমকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি তাঁর হুগলির রিষড়ায় থাকা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ।বেশিরভাগ সময়ই তাকে চোখ বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। এক জায়গায় তাকে জেলেও রাখা হয়েছিল। চরম দুর্ব্যবহার করা হত সেখানে। প্রোটোকল

এরপর ৪ পাতায়

সেনাবাহিনীর হাতে শেষ হওয়া তিন জঙ্গির মধ্যে একজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মঙ্গলবার নিকেশ হয় তিন জঙ্গি। সোপিয়ানে অপারেশন 'কেল্লার' চালায় ভারতীয় সেনা। সেখানেই নিকেশ এই তিনজন। এই তিনজনের নামে আগেই পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। সেই সূত্রে ধরে কাশ্মীর পুলিশের কাছে এদের তথ্য আসে। গোপন সেই তথ্যের ভিত্তিতেই গতকাল গুলির লড়াই হয়। আর তারপরই নিকেশ হয় তিনজন।উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর হাতে শেষ হওয়া তিন জঙ্গির মধ্যে একজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে দু'জন হল শাহিদ কুট্টে। বাড়ি চটিপোড়া হিরপোড়া। লস্কর ই তৈবায় ক্যাটাগরি এ-তে যোগদান করে।দ্বিতীয় জঙ্গির নাম আদনান সফি দার। বাড়ি ওয়ান্দুনা মেলহোরা। ২০২৪ সালে লস্কর ই তৈবায় ১৮

অক্টোবর ক্যাটাগরি সি-তে যোগদান করে।সোপিয়ানের সেই মিলিটারি অপারেশনে নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে কী কী উদ্ধার হয়েছে জানলে চোখ কপালে উঠবে।

জানা গিয়েছে, এই সকল জঙ্গিরা স্কুল ব্যাগ নিজেদের সঙ্গে রেখেছিল। দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল তারা। জঙ্গলে থাকার দরুণ খাবারের যাতে অভাব না হয় সেই কারণে তাদের কাছে বিস্কুট আর ড্রাই ফ্রুটস ছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ম্যাগাজিন, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র। এখনও অবধি জানা গিয়েছে, এরা প্রত্যেকেই সোপিয়ানের স্থানীয় ব্যক্তি। তবে চমকে দেওয়ার মতো ছবি যে, যে পরিমাণ গুলি এদের কাছে মজুত ছিল তাতে কিন্তু এরা নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারত।

মঙ্গলবার সোপিয়ানে মিলিটারি অপারেশনে নিহত তিন জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র,গ্রেনেড,বুলেট। উদ্ধার বান্ডিল-বান্ডিল ভারতীয় টাকা। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকার জন্য পর্যাপ্ত বিস্কুট,খাবার। সঙ্গে ছিল সেনাবাহিনীর পোশাক। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই তিনজন ছাড়া আর কতজন জঙ্গি সোপিয়ানে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের কাছে কী ধরনের অস্ত্র মজুত আছে তা ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

(১ম পাতার পর)

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল

বোস। তাঁর শরীরে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ১০০ শতাংশ। তাঁর রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রাও স্বাভাবিক রয়েছে। তবে পরবর্তী চেক আপ না হওয়া অবধি কম কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গত ২২ এপ্রিল বাম কাঁধে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বোস। সেদিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বোধ করেন। বাম কাঁধে ব্যথা ও বুকে অস্বস্তি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, হৃদযন্ত্রে সামান্য সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলে। আপাতত সম্পূর্ণ সুস্থ রাজ্যপাল। তারপর এদিন দুপুরে রাজভবনে ফেরেন তিনি। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, সি ভি আনন্দ বোস সম্পূর্ণ সুস্থ।

(১ম পাতার পর)

মমতার বিশাল ঘোষণা - ২৩ জেলা পেতে চলেছে ২৩টি 'শপিংমল'

জমি দেবে বিনা পয়সায়, বেসরকারি সংস্থাগুলি বিল্ডিং তৈরি করবে । সেক্ষেত্রে সরকার জমি দিচ্ছে বলেই সেই বিল্ডিংয়ের দুটি ফ্লোর আমাদের সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে বিনা পয়সায় দেওয়া হবে ।" এই শপিংমলগুলি স্থানীয় পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী । ইতিমধ্যে ১১টি জেলায় এই প্রকল্পের জন্য জমির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । এগুলি হল পুরুলিয়া, দার্জিলিং, বাঁকুড়া, কোচবিহার, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর দিনাজপুর । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এছাড়া আরও ১২টি এই ধরনের শপিংমল প্রসেসে রয়েছে । সেগুলি অনুমোদন পেলে সব জেলায় এ ধরনের একটি করে প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে ।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, দুর্গাপুরের মানকর, বর্ধমানের পানাগড়-সহ রাজ্যের একাধিক শিল্পাঞ্চলে (ডব্লিউবিআইডিসি নির্মিত) ১০ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট বিভিন্ন বড় সংস্থাকে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । এই ১০ টি প্লটে মোট ২৫১৫ একর জমি সংরক্ষিত হয়েছে এবং প্রায় 25 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে বলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন । তাঁর কথায়, "প্রায় ৭০০০০-এর বেশি মানুষের ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট কর্মসংস্থান হবে ।" মুখ্যমন্ত্রী এও স্পষ্ট করেন, "এইগুলি বেশিরভাগই তৈরি করা হচ্ছে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ।" এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ করেছে সরকার । মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে ১৫টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে মোট ৪৩টি মাইক্রো এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এগুলি সবই বিভিন্ন জেলায় হবে। এক্ষেত্রে কয়েকশো কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে এবং জেলায় জেলায় কর্মসংস্থান হবে।"

ফুল বদল করলো বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা। বৃহস্পতিবার তাঁকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ালেন সুব্রত বক্সি এবং অরূপ বিশ্বাস। বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তৃণমূলে আগমনে রাজ্য বিজেপি ধাক্কা খেল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি-তে বেশ কিছু দিন ধরেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন জন। এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। আজ উনি আমাকে

এরপর ৬ পাতায়

এই ভোটাররাই 'গেম চেঞ্জার' - দাবি বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

উত্তর ২৪ পরগনা:- বিশেষ করে বিহার উত্তর প্রদেশের ভোটাররা বাংলার নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে - দাবি করেছেন অর্জুন সিং। চলতি বছরের শেষে রয়েছে বিহার নির্বাচন। আর তার পরের বছরই রয়েছে বাংলায় বিধানসভা ভোট। এই আবহে কীভাবে ভোটে লড়বে বিজেপি, কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে সবটার পরিকল্পনা বোঝালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশচন্দ্র দুবে ও বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। ভোটে

বিজেপিকে জেতাতে, বিহারে ভোটারাই 'গেম চেঞ্জার' দাবি থাকা বাঙালিদের রাজ্যে ফেরত বিজেপি নেতার। কাজের সন্ধানে পাঠানোর আবেদন অর্জুন। এই ভিন রাজ্যে যাওয়া মানুষেরা যাতে ভোটের সময় বাংলায় ফিরে এসে ভোট দেন, তা সুনিশ্চিত করার অনুরোধ করেছেন অর্জুন সিং। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "এই সকল বাঙালিদের ভোট দিতে বাংলায় পাঠানো হোক। আর যাঁরা বিহারের ভোটার রয়েছেন, তাঁরা বাংলা থেকে গিয়ে বিহারে ভোট দেবেন। এটা যদি করা যায় তাহলে দুই রাজ্যেই বিজেপি জেতা নিশ্চিত।" অর্জুন সিং এ দিন এই আবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশচন্দ্র দুবের কাছে। এই কথা আগে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

পুলিশের লাঠিতে চাকরিহারা শিক্ষকদের 'ভাঙল পা', ছিঁড়ল জামা, খণ্ডযুদ্ধ বিকাশ ভবনে

পুলিশ-শিক্ষক খণ্ডযুদ্ধে বেনজির চিত্র বিকাশ ভবন চত্বরে। বিকাশভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুলতে পুলিশের অ্যাকশনে কারও 'ভাঙল পা', কারও হাতে রক্ত, কারও ছিঁড়ল জামা। পুলিশের সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষকদের ধস্তাধস্তিতে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হল সল্টলেকের বিকাশ ভবন চত্বরে। চাকরিহারা শিক্ষকদের গলাধাক্কা পুলিশের, এমনকি চাকরিহারা শিক্ষকদের হঠাতে পুলিশের লাঠিচার্জও চলে।আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বিকাশ ভবন। ভেতরে শুরু হয় অবস্থান। চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চাকরিহারারা। বিকাশ ভবন চত্বরে সাইরেন বাজিয়েই অ্যাকশনে নামে পুলিশ। দেখা যাচ্ছে কখনও গলা ধরে চাকরিহারা শিক্ষকদের মারধর করছে পুলিশ। কখনও আবার হাতাহাতি RAF-এর সঙ্গে। আন্দোলনকারী চাকরিহারাদের বক্তব্য, 'শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভ চলছিল। পুলিশি এসে সাইরেন বাজিয়ে মারধর শুরু করে। আমাদের কারও পা ভেঙেছে, কারও হাত কেটে রক্তারক্তি। পুলিশের লাঠিচার্জে কারও জামা ছিঁড়েছে। মহিলা শিক্ষকদের গায়ে হাতও তুলেছে পুরুষ পুলিশ।'

বৃহস্পতিবার চাকরিহারাদের বিকাশভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে সকালেও। মেন গেট ভেঙে বিকাশভবনের ভিতরে ঢুকে পড়তেই অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমনকী বিকাশ ভবনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ চলাকালীন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তর হাতে আক্রান্ত হয় এবিপি আনন্দ। এমনকী টিভি নাইন বাংলার সাংবাদিককেও হেনস্থা সব্যসাচী অনুগামীদের।

বিকেলে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে পুলিশের সামনে তৃণমূল নেতা অনুগামীদের হাতে মার খেতে হয়েছে চাকরিহারাদের, রাতে সেই পুলিশই বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনকারীদের ওপর। এদিন সকালেই বিকাশ ভবন চত্বর অশান্ত হয়েছিল। সেই সময়ই প্রশ্ন তোলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। তাঁদের বক্তব্য নেতা-মন্ত্রী ধরে ঘুষ দিয়ে চাকরি পাইনি, কেন বার বার পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে? উঠেছিল উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান।

সেই সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন সব্যসাচী দত্ত। তারপর বিক্ষোভকারী চাকরিহারা শিক্ষকদের দিকে তেড়ে যান পুর-চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। নিরাপত্তরক্ষী ও পুলিশ কোনওরকমে তাঁকে ভিড় ঠেলে বের করে আনলেও গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আন্দোলনকারী চাকহিরারা। এরপর শিক্ষকদের হেলমেট দিয়ে মারও দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছিল সব্যসাচী দত্তের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এরপর অবশ্য তৃণমূল নেতার শাসানি ছিল- ভাই, আমার গাড়ি আমার ওয়ার্ডে আটকালে তো আদর করবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠাশতম পর্ব)

করছে। তিনি ডানদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করেছেন। তাঁর মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং তিনি পদ্মে উপবিষ্টা আছেন।চণ্ডীতে যে মহালক্ষ্মীর উল্লেখ আছে- তিনি অষ্টাদশ ভুজা। তিনি অষ্টাদশ হস্তে অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, ঘণ্টা, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র ধরে আছেন। তন্ত্ররাজ গ্রন্থে এক সিদ্ধলক্ষ্মীর কথা আছে যার কৃপায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। সে সিদ্ধলক্ষ্মীর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বন্দিদশার দিনলিপির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শোনালেন বিএসএফ জওয়ান

অনুসারে, তল্লাশির পর বিএসএফ তাঁর পোশাকও নষ্ট করে দেয়।

পাকিস্তান ১৪ মে ভারতের বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউকে ভারতের হাতে তুলে দেয়। পাকিস্তানি রেঞ্জার্স আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ কনস্টেবলকে ভারতে ফেরত পাঠায়। তিনি গত ২০ দিন ধরে পাকিস্তানের হেফাজতে ছিলেন। কনস্টেবল পূর্ণম কুমার বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় দেশে ফিরেছেন।এই ২০ দিন পাকিস্তানে কেমন ছিলেন পূর্ণম, সেই সব তথ্য সামনে আসছে এখন।

সূত্র বলছে, পাকিস্তানি হেফাজতে অবর্ণনীয় নির্মমতার শিকার হয়েছেন পূর্ণম। তাঁকে দাঁত ব্রাশ করতে দেওয়া হয়নি, ঘুমোতে দেওয়া হয়নি। শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও নির্যাতন করা হয়েছিল পূর্ণমকে। হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে তিনটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিমানঘাঁটির কাছেও, যাতে তিনি বিমান ওড়ার শব্দ শুনতে পান।

সূত্র বলছে, যখন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা সাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসতেন, তখন তাঁরা বেশিরভাগই সাধারণ পোশাক পরে আসতেন। আইবিতে নিযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল পূর্ণমকে। ১৬ বছর ধরে বিএসএফ-এ কর্মরত এই জওয়ানের সম্প্রতি ফিরোজপুরে পোস্টিং হয়।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেগুলিতে খাজুরাহো বা অন্যান্য মধ্যভারতীয় মন্দিরের আদলে নির্মিত খোদাইচিত্র দেখা যায়। মন্দিরের চূড়াগুলি মৌচাকের মতো দেখতে। অসমের বিশেষ করে গুয়াহাটির বহু মন্দিরে এই ধরনের চূড়া দেখা যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'ভেঙে পড়বে না, নিজের খেয়াল রাখো', প্রয়াত বিধায়কের 'অনাথ' ছেলেকে মর্মস্পর্শী বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার। বাবার মৃত্যুতে একেবারে অনাথ হয়ে পড়েছেন তাঁর ছেলে সাগ্নিক। সদ্য কলেজ পাশ করা ছেলে আগেই মাকে হারিয়েছিলেন। এবার বাবাও চলে যাওয়ায় আপনজন বলতে আর কেউ রইল না তাঁর। এই পরিস্থিতিতে সাগ্নিকের প্রকৃত অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন অভিষেক স্পিকারের ঘরে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন বলে খবর। সেখানে যে বিধায়করা ছিলেন, বিশেষত বয়স্ক বিধায়কদের সকলের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। সকলের উদ্দেশেই বলেন, শরীরের যত্ন নিন, সুস্থ থাকতে হবে। স্পিকারের সঙ্গে ঘন্টাখানেক কথা হয়েছে অভিষেকের। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তা নিয়ে কিছু বলতে চাননি। 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বলেই এড়িয়ে গিয়েছেন।বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তাপস সাহাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অভিষেক

ছেলেকে বললেন, "এই সময় ভেঙে পড়বে না। নিজের খেয়াল রাখবে।" পাশাপাশি বাকি বিধায়কদেরও প্রতি অভিষেকের বার্তা, ছেলেটিকে দেখবেন, ও যেন একা না হয়ে পড়ে।

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল বুধবার। কিন্তু চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর মৃত্যুর খবর মেলে। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধার প্রয়াণে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে শোকপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দুপুরে বিধানসভায় তাঁকে মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিধায়কের ছেলে সাগ্নিকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে কার্যত মানসিকভাবে সাহস জোগান। বলেন, "এই সময় ভেঙে পড়বে না। নিজের খেয়াল রাখবে।" সূত্রের খবর, জেলার বিধায়কদেরও অভিষেক বার্তা দেন, মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে যাওয়া ছেলেটিকে যেন আগলে রাখেন সকলে। যেন তিনি একলা বোধ না করেন, সেদিকে নজর রাখতে বলেন।

শুক্রবার ডিএ মামলার একটা কিছু রায় হয়তো পাওয়া যাবে

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা বছরের পর বছর পিছিয়ে গেছে। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা থাকে। আগামীকাল, শুক্রবার আছে এই মামলার শুনানি। বহু বিলম্বিত মামলাটি বুধবার আবারও এদিন স্থগিত করা হলেও আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যে খবর শেয়ার করেছেন তা ঘটলে সরকারি কর্মীদের অপেক্ষার অবসান হতে পারে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলাটি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে রয়েছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বিরোধের সূত্রপাতের পর, আইনি লড়াইটি রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং কলকাতা হাইকোর্ট সহ বিচার বিভাগের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, সরকারি কর্মচারীরা এখন পর্যন্ত মামলার প্রতিটি পর্যায়ে জয়ী হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার যাত্রা শুরু হয়েছে প্রধান বিচারপতিদের পরিবর্তনের মাধ্যমে। ২০২২ সালে বিচারপতি জাস্টিস দীনেশ মহেশ্বরী এবং হৃষিকেশ রায় প্রাথমিকভাবে শুনানি করেন। বছরের পর বছর ধরে মামলাটির বেঞ্চে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ শুনানি হয়েছিল ২০২৩ সালের ২৮ এপ্রিল, বিচারপতি মহেশ্বরী এবং সঞ্জয় কুমারের অধীনে। তারপর

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বেনজিরভাবে সুপ্রিম কোর্টকে ১৪ প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির, শপথ নিয়েই কঠিন পরীক্ষার মুখে প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিচারবিভাগের সঙ্গে প্রশাসনের দূরত্ব কি আরও বাড়ছে? এবার বেনজিরভাবে সংবিধানের ১৪৩ ধারা ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন খোদ রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতিদের বিল পাশ করানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে বিচারবিভাগের উদ্দেশে ১৪টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু।বুধবারই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি বি আর গাভাই। শপথ নিয়েই কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে তিনি। এবার রাষ্ট্রপতির প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করতে হবে তাঁকে। সেই সাংবিধানিক বেঞ্চের সদস্যসংখ্যা অন্তত ৫ জন হতে হবে। সেই সাংবিধানিক বেঞ্চের পরামর্শ মেনে রাষ্ট্রপতির প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হবে প্রধান বিচারপতিকে।যার ফলে দেশে কার্যত সাংবিধানিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এবার শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চকে রাষ্ট্রপতির ওই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হবে।

বিষয়টা কী?

গত মাসেই সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, আইনসভায় পাশ করা কোনও বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কেউই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। ওই বিল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের। সমস্যা হল, এমনিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিকে এভাবে 'নির্দেশ' দিতে পারে না। কিন্তু সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শীর্ষ আদালত 'সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশেষ রায় দিতেই পারে। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক শিবিরের বহু নেতা বিচারবিভাগকে তোপ দেগেছেন। এবার খোদ রাষ্ট্রপতি ওই ইস্যুগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেলেন।

কী প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির?

সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা পান রাষ্ট্রপতিও। সুপ্রিম কোর্টের যে কোনও রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে তাঁর। সেই অধিকার বলে দ্রৌপদী মুর্মু সুপ্রিম কোর্টকে ১৪টি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন বলে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে বিল পাশের সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতাকে কি রাজ্যগুলি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে? কোনও রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে কি আদৌ বিচারবিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে? রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি সুপ্রিম রায়ে খর্ব হচ্ছে না?

(৫ পাতার পর)

শুক্রবার ডিএ মামলার একটা কিছু রায় হয়তো পাওয়া যাবে

থেকে, বিচারপতি মহেশ্বরী এবং রায় উভয়ই অবসর গ্রহণ করেছেন, যা মামলার জটিলতা আরও বাড়িয়েছে। নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সরকারি কর্মচারী এবং তাদের আইনজীবীদের মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে। আইনজীবী ভট্টাচার্য নতুন শুনানির তারিখ নিশ্চিত করে বলেন, "আজ দুপুর ২টোয় ডিএ মামলাটি ছিল। আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কিছু বিশেষ কারণে, আদালত এটি শুনানির জন্য সময় পায়নি। এবং আমাদের অনুরোধে, আগামী শুক্রবার মামলাটির শুনানি হবে। এই মামলাটিকে স্থগিত করা হবে না। আশা করা হচ্ছে যে এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি শুক্রবার হবে।"

(৩ পাতার পর)

ফুল বদল করলো বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী

এত বড় সুযোগ দিয়েছেন। নিজের সমাজের জন্য কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন আমাকে। কেন আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম, জানাতে চাই। ছ'-সাত মাস আগে থেকেই কথা চলছিল। দিদিও মাঝে ফোন করেছিলেন। কাজ করতে বলছিলেন। আমি চাইছিলাম, নিজের ক্ষেত্র, চা-বাগান নিয়ে যেমন করতাম...মন্ত্রী ছিলাম যখন কাজ করতে গিয়ে বাধা পেতাম।জন বলেন, "রেলের জমিতে ১০০ শতাংশ অনুদান নিয়ে, ১৬০ কোটির হাসপাতাল তৈরি করতে গিয়েছিলাম। রেল জমিও বেছে দিয়েছিল। শুধু মউ স্বাক্ষর বাকি ছিল। কিন্তু এখন যিনি বিরোধী দলনেতা, উনি যেভাবে কাজ আটকে দেন...মানুষ আশীর্বাদ দিয়ে আমাকে মন্ত্রী বানান। কিন্তু নিজেদের দলের লোকেই, এখনকার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী... এখান থেকে ফোন গেল আর আমাকে আটকে দেওয়া হল। এভাবে উন্নয়নমূলক কাজ আটকে দেওয়া হলে কে এমন বিজেপি দল করবে?জনের দলে যোগ দেওয়া নিয়ে তৃণমূল জানিয়েছে, তৃণমূলস্তরে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে জনের, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ারে, চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর যে গ্রহণযোগ্যতা, তা দলকে শক্তিশালী করে তুলবে বলেই আশাবাদী তারা। জনের হাতে দলের পতাকা তুলে দেওয়ার আগে অরূপ বলেন, "বিজেপি-তে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মা-মাটি-মানুষের দলে যোগ দিচ্ছেন।

(৩ পাতার পর)

এই ভোটাররাই 'গেম চেঞ্জার' - দাবি বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের

বার বার করে বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এমন কি তিনি নিজেকে হিন্দুদের বিধায়ক বলেও দাবি করেছেন। অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, ভোটে আসন বাড়াতে মাঠে-ময়দানে নামতে হবে সকলকে। শুধু বক্তৃতা দিলেই হবে না। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের উদাহরণও টেনেছেন। ভারত যে ভাবে নিজেকে শক্তিশালী করছে, সেই ভাবে বিজেপি-কেও শক্তিশালী করতে হবে বলে মনে করেছেন তিনি। বলেছেন, "বিজেপির ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যেমন ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করে তিন ঘণ্টা মধ্যে পাকিস্তানকে ভারতে বসেই সবক শিখিয়েছে, তেমনি বিজেপির ডিফেন্স সিস্টেম

সিনেমার খবর

সিনেমার শুটিং করেও যে কারণে বাদ পড়েন অমিতাভ বচ্চন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এখন তিনি মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। তাকে নিয়ে সিনেমা করার অপেক্ষায় থাকেন প্রযোজক-পরিচালকরা। তবে অমিতাভ বচ্চনের শুরুটা এত মসৃণ ছিল না। একটি টিভি অনুষ্ঠানে এসে এমনই গল্প শোনালেন বলিউড অভিনেত্রী অরুনা ইরানী।

অরুনা ইরানী বলেন, অনেক বছর আগে তখন অমিতাভ বচ্চন তেমন নাম করেননি। আমি আর মেহমুদ শ্যুটিং করছিলাম মুম্বাইয়ের রাজকমল স্টুডিওতে। আমাদের উল্টোদিকের ফ্লোরে শ্যুট করছিলেন অমিতাভ বচ্চন। সিনেমাটি ছিল কুন্দন কুমারের। সিনেমার পাঁচটা রিল শ্যুট হয়ে গিয়েছিল। মানে সিনেমার শ্যুট শেষের দিকে। আমাদের লাঞ্চ ব্রেক হয়েছিল। আমরা বসে খাবার খাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম মাথা নিচু করে স্টুডিও থেকে বেড়িয়ে আসছে অমিতাভ। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে? উত্তরে অমিতাভ জানালেন, পাঁচটা রিল শুটের পরও তাকে সিনেমাটি ছাড়তে হলো, কারণ অমিতাভ বচ্চন আছে বলে সিনেমা কোন ডিস্ট্রিবিউটার কিনছেন না। তাই তাকে সই করে দিতে হলো, যে অমিতাভ নিজের ইচ্ছেতে সিনেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই ইন্ডাস্ট্রির প্রথমে অমিতাভ বচ্চনকেও এইরকমভাবে বিব্রত করেছে। পরবর্তী সময়ে ওই সিনেমায় সঞ্জয় খানকে নিয়ে আবার শুরু থেকে শ্যুট করা হয়েছিল। সেই সিনেমার নাম 'দুনিয়া কা মেলা'।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন নাম করেছেন, বহু সিনেমা হিট দিয়ে সুপারস্টার হয়েছেন। আবার সময়ের খেলাতেই তার প্রযোজনা সংস্থা এবিসিএলের জন্য ব্যাংক ক্রাফ্ট হয়েছিলেন। তবে হার মানেননি অভিনেতা, আবার অমিতাভ বচ্চন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ছোট পর্দার কুইজ শো করে। ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েই আজ কিংবদন্তী অভিনেতা হয়েছেন বিগ বি।

৫ বিয়ে, নিঃসঙ্গ মৃত্যু, কাজহীন ১৮ বছর: বলিউড ভিলেনের করুণ পরিণতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের এক সময়ের দুর্ধর্ষ ভিলেন। পর্দায় হুংকারে শত্রু কাঁপানো সেই মহেশ আনন্দের মৃতদেহ উদ্ধার হয় মৃত্যুর দুই দিন পর। জীবনের শেষ অধ্যায় কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গতায়, কোনো আত্মীয় বা পরিচিতজনও ছিল না পাশে।

'সানাম তেরি কাসাম' ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হিসেবে প্রথমবার পর্দায় দেখা যায় মহেশ আনন্দকে। অভিনয়ে সুযোগ আসে ১৯৮৪ সালে 'কারিশ্মা' ছবিতে। এরপর মডেলিং, ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট, লম্বা চুল আর ঘন গোঁফ—সব মিলিয়ে হিরো হবার স্বপ্ন ছিল। তবে প্রযোজকরা তাকে ভিলেন হিসেবেই বেছে নেন, আর তিনিও তা হাসিমুখে গ্রহণ করেন।

তার প্রথম দুই ছবির প্রযোজক বরখা রায় ছিলেন রীনা রায়ের বোন। বরখার সঙ্গেই প্রেম, তারপর বিয়ে। তবে বিচ্ছেদ ঘটে অল্প সময়েই। এরপর এরিকা মারিয়া, মধু মালহোত্রা, ঊষা বাচানি, এবং সর্বশেষ রাশিয়ান লানা—মোট পাঁচবার বিয়ে করেন তিনি। প্রতিবারই বিচ্ছেদ ঘটে।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে ক্রমেই নিঃস্ব হতে থাকেন মহেশ। বলিউডের ব্যস্ত জগতে জায়গা হারান তিনি। এক সময় অক্ষয় কুমারের সঙ্গেও এক পানশালায় ঝামেলায় জড়ান। শোনা যায়, একদল নারীর প্রতি কটূ মন্তব্য করলে অক্ষয় প্রতিবাদ করেন, সেখান থেকেই শুরু উত্তেজনা।

বছরের পর বছর কোনও সিনেমায় সুযোগ পাননি। দীর্ঘ ১৮ বছর ছিলেন পর্দার বাইরে। জীবনের শেষ দিকে দু'বেলা খাবার জোটাতে কষ্ট হতো।

২০১৯ সালে মুম্বাইয়ের নিজ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। ময়নাতদন্তে জানা যায়, মৃত্যু হয়েছিল দুই দিন আগে। ঘরে ছড়িয়ে ছিল খাবার ও মদের বোতল। তিনি একাই ছিলেন। মৃত্যুর কারণ আজও স্পষ্ট নয়।

পরিবারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কেউ মরদেহ গ্রহণে আগ্রহ দেখায়নি।

ছবিতে কোহলির লাইক দেওয়া নিয়ে আলোচনা, কে এই অভিনেত্রী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। মূলত বয়সে অনেক ছোট এক অভিনেত্রীর কিছুতে ছবি কোহলির লাইক করা নিয়েই আলোচনা করছেন নেটিজেনরা।

এরপর পুরো বিষয়টা স্পষ্ট করেন কোহলি। তিনি জানিয়েছেন, ইন্সটা অ্যালোগরিদম পরিবর্তনের কারণে ছবিতে ভুলবশত লাইক পড়ে গেছে। কিন্তু ক্রিকেটারের কথা বিশ্বাস করছেন না নেটিজেনরা। কিন্তু কে এই অভিনেত্রী অভনীত কৌর যাকে নিয়ে এত তোলপাড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের দুনিয়ায় বিচরণ রয়েছে অভনীতের। 'ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স লিটল মাস্টার' রিয়েলিটি শো-তে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন অভনীত। তিনি সপ্তম পজিশন পেয়েছিলেন। এরপর তাকে ২০১১ সালে দেখা যায় 'ডান্স কে সুপারস্টার' রিয়েলিটি শো-তে। এরপর ২০১২ সালে 'ঝলক দিখলা যা' নাচের মঞ্চে।

পাশাপাশি ধারাবাহিক নাটক 'মেরা মা' ঝিলমিল চরিত্রে প্রথমবার দেখা যায় অভনীতকে । এরপর 'সাবিত্রী এক প্রেম কাহানি', 'হামারি সিস্টার দিদি', 'ক্রাইম পেট্রোল সড়ক', 'আলাদ্দিন- নাম তো সুনা হোগা'-র মতো ধারাবাহিকেও অভিনয় করেন। কিছু ওয়েবসিরিজেও কাজ করেছেন অভনীত । যার মধ্যে রয়েছে 'বাব্বর কা তাব্বর', 'বন্দিশ বন্ডিত', 'পার্টি টিল আই ডাই'। সঙ্গে নজর কেড়েছেন একাধিক মিউজিক ভিডিয়োতেও।

এদিকে ২০১৪ সালে 'মরদানি' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন অভনীত। এরপর তিনি নজর কাড়েন 'করীব করীব সিঙ্গেল', 'মারদানি 2', 'টিকু ওয়েডস শেরু' ও 'লাভ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ' সিনেমায়। অভনীত পা রেখেছেন হলিউডেও। 'এমআই ৪' সিনেমা দিয়ে হলিউডে আত্মপ্রকাশ অভনীতের।

বর্তমানে তাকে দেখা যাবে 'মিশন: ইম্পসিবল- দ্য ফাইনাল রেকোনিং' সিনেমায় টম ক্রুজের সঙ্গে। এই সিনেমা ১৭ মে ভারতে মুক্তি পাবে ও ওয়ার্ল্ডওয়াইড মুক্তি পাবে ২৩ মে।

রাফিনহাতে রোনালদিনহোর ছায়া!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তখন রাফিনহার বয়স কতইবা, বছর আটের শিশু। তখন থেকেই তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন বাবা রাফায়েল। সময়টা ২০০৩, তাদের শহর পোর্তো আলেগ্রি তখন ঘরের ছেলে রোনালদিনহোকে নিয়ে রীতিমতো আপ্লুত। বিশ্বফুটবলের এ তারকা তখন বার্সার হয়ে ফর্মের তুঙ্গে। বন্ধু রোনালদিনহোর কাছেই তখন ছেলেকে নিয়ে যান রাফায়েল। একটি স্বপ্নের কথা বলেন তিনি বন্ধুকে। 'আমার ছেলেটি যদি ফুটবলার হয়, তাহলে যেন একদিন তোমার মতো স্পেনের বার্সেলোনার হয়ে খেলতে পারে।'

রাফিনহার কাছে তাঁর আঙ্কেল রোনালদিনহো শুধু আদর্শই নন, পারিবারিক আত্মীয়ও বটে। সেই রাফিনহাতেই এখন রোনাদিনহোর ছায়া পড়েছে বার্সেলোনায়। শনিবার লা লিগায় ভায়াদোলিদের বিপক্ষে গোল করে রাফিনহা তাঁর আঙ্কেলের একটি রেকর্ড ছাপিয়ে গেছেন।

বার্সার হয়ে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদিনহো ২০০৫-০৬ মৌসুমে ৪৫ ম্যাচে ২৬ গোল আর ২৩ অ্যাসিস্ট করেছিলেন। মোট ৩৯ গোলে অবদান রেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। সেখানে রাফিনহা এই মৌসুমে বার্সার হয়ে ৪৬ ম্যাচ খেলে ২৮ গোল আর ২২টি অ্যাসিস্ট করে মোট ৪০ গোলে অবদান রেখেছেন।

এদিন লা লিগার রেলিগেশন নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ভায়াদোলিদের বিপক্ষে শুরুতে রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন। শুরুর একাদশে ৯ পরিবর্তন এনে ভিক্টর, রদ্রিগুয়ের মতো একাডেমির খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েছিলেন ফ্লিক। যেহেতু সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টারমিলানের বিপক্ষে ম্যাচ, তার ওপর আবার লা লিগায় এল ক্ল্যাসিকো রয়েছে, তাই দলের মূল তারকাদের বিশ্রামে রাখার পরিকল্পনাই ছিল বার্সা কোচের।

কিন্তু ম্যাচের ৬ মিনিটের মাথায় ইভান সানচেজের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক ভায়াদোলিদ। তাই একে একে ইয়ামাল, রাফিনহা, ওলমোদের মাঠে নামাতে বাধ্য হন ফ্লিক। আর তাতেই স্বমহিমায় বার্সা, ৫৪ মিনিটে রাফিনহা আর ৬০ মিনিটে লোপেজের গোলে ১-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা। 'একাদশে এত পরিবর্তন আনার পর দুটি গোল, আমি হতাশ নই। এত বদল আনা হলে খেলার মানে কিছুটা প্রভাব পড়বেই। কয়েকজন ফুটবলারকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এজন্য কিছু ভুল হয়ছে।'

ম্যাচ শেষে ৩ পয়েন্ট পাওয়ায় খুশি ফ্লিক। সেই সঙ্গে ইনজুরি কাটিয়ে ২২২ দিন পর গোলরক্ষক টার স্টেগান মাঠে ফেরায় স্বস্তি ছিল বার্সা কোচের মধ্যে। দলে এত বদল আনার পরও কোচের ভরসা ছিল রাফিনহার ওপর। গোল করে সেই আস্থার মর্যাদা দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এক সময় রোনালদিনহোর ওপরই কোচ রাইকার্ডের আস্থা ছিল। তাই প্রায় কুড়ি বছর আগের সেই ব্রাজিলিয়ানকেই এবার যেন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন রাফিনহা।

দু'জনের খেলার ধরনে অমিল রয়েছে অনেক। রোনালদিনহো অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার থেকে লেফট উইঙ্গার পজিশনে খেলতেন। মাঝমাঠ থেকে প্রতিপক্ষের ডিবক্স ম্যাজিক দেখাতেন তিনি। রাফিনহা সেখানে শুধুই একজন উইঙ্গার। খুব প্রয়োজন না হলে মাঝমাঠে তাঁর বিচরণ কম। তার পরও গোল করা আর করানোতে কীভাবে যেন মিলে যান দু'জন।

গাভাস্কারকে 'স্টুপিড' বললেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারত ও পাকিস্তানের লড়াই এখন কেবল আইসিসি এবং এসিসির টুর্নামেন্টে দেখা যায়। এখন সেই সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত কোন ধরনের ক্রিকেট খেলতে চায় না। এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আইসিসি ও এসিসির কাছে বিসিসিআই ভারত-পাকিস্তানকে একই গ্রুপে না রাখার অনুরোধ করবে।

ওই গুঞ্জনে হাওয়া দেন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাস্কার। তিনি আশঙ্কা করে স্পোর্টস টুডেকে বলেন, 'এশিয়া কাপে পাকিস্তান অংশ নাও নিতে পারে। বিসিসিআই ভারত সরকারের নির্দেশ মেনে চলে। যেহেতু এবারের আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে টুর্নামেন্ট হতে পারে।'

সম্প্রতি কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক পূর্বের চেয়েও খারাপ হয়েছে। এই হামলার পেছনে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনেছে ভারত। যে তিক্ততা দুই দেশের ক্রিকেটে গিয়ে পৌঁছেছে। এরই প্রেক্ষাপটে গাভাস্কারের এমন মন্তব্য।

গাভাস্কারের মন্তব্যে চটেছেন সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ ও বাসিত আলী। মিয়াঁদাদের মতে, গাভাস্কারের মতো সম্মানিত সাবেক ক্রিকেটার কেন ক্রিকেটে রাজনীতি টানবেন। গাভাস্কারের আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করাকে 'স্টুডিট' বলেছেন বাসিত।

মিয়াঁদাদ বলেন, 'সানি ভাই (গাভাস্কার) এটা বলেছেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। তিনি দুই দেশের ক্রিকেটেই সম্মানিত ব্যক্তি। নিজেকে সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন।'

বাসিত বলেন, 'এটা স্টুপিডের মতো কথা। এই আলোচনা এখানে শেষ করতে দেন, ক্রিকেট সবসময় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকা উচিত।'

পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানও বলেছেন, 'রাজনীতর অঙ্গনে যা-ই ঘটুক, ক্রিকেট এর বাইরে থাকা উচিত।'

'অভিশপ্ত' কেইন এখন চ্যাম্পিয়ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হ্যারি কেইনের টটেনহ্যাম ক্যারিয়ারের দিকে তাকালে আফসোসই লাগবে। ২০১৪-১৫ মৌসুম থেকে ২০২২-২৩ মৌসুম পর্যন্ত স্পার্সদের জার্সিতে দুর্দান্ত খেলেছেন তিনি। কোন মৌসুমে ২০ গোলের নিচে করেননি। অথচ কোন শিরোপা তিনি জিততে পারেননি। লিগে কখনো দুইয়ে শেষ করেছে টটেনহ্যাম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলেও হতাশ হতে হয়েছে।

জাতীয় দলের হয়েও একই হতাশা ভর করেছে। বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে, ইউরোয় ফাইনালে গিয়ে হৃদয় ভেঙেছে। ওই কেইন গত মৌসুমে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেন। যে বায়ার্নের প্রতি বছর অন্তত দুই-তিনটা শিরোপা জয় অবধারিত থাকে। কেইন বায়ার্নে যোগ দিতেই যেন সাগর শুকিয়ে যায় দলটির। ওই মৌসুমে কোন শিরোপাই জেতেনি বাভারিয়ানরা।

অবশেষে অভিশপ্ত কেইনের মুক্তি মিলেছে। শীর্ষ পর্যায়ে ক্যারিয়ারে ১৫ বছর কাটানোর পর শিরোপার স্বাদ পেলেন তিনি। তার নামের পাশে লেখা গেল চ্যাম্পিয়ন। রোববার রাতে বায়ার লেভারকুসেন ২-২ গোলে ফ্রাইবুর্গের বিপক্ষে ড্র করলে বায়ার্ন জিতেছে ৩৩তম বুন্দেসলিগা। আর কেইন ক্যারিয়ারের প্রথম।

এই শিরোপা জয়ের সুযোগ গত শনিবার এসেছিল বায়ার্নের সামনে। দলটি তখন শিরোপা উদযাপনের ক্ষণ গুনছে, কেইনও অপেক্ষায়। ম্যাচে আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে ৩-২ গোলে এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু শেষ বাঁশির আগে লাইপজিগ ম্যাচে ৩-৩ গোলের সমতা করে কেইনের অপেক্ষা বাড়ায়।

জার্মান লিগে ২টি করে ম্যাচ বাকি আছে বায়ার্ন মিউনিখ ও লেভারকুসেনের। বায়ার্ন তুলেছে ৭৬ পয়েন্ট। লেভারকুসেন ৬৮। ৮ পয়েন্টে বায়ার্ন এগিয়ে থাকায় শেষ দুই ম্যাচে তারা হারলেও শিরোপা হারানোর শঙ্কা নেই। মৌসুম জুড়ে অবশ্য হ্যারি কেইন বায়ার্নের জার্সিতে দারুণ খেলেছেন। লিগে সর্বোচ্চ ২৪ গোল তার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১

● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR